মিমের জুজু সংখ্যালঘু মন বুঝতে মাঠে তৃণমূল

গঙ্গারামপুর রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা। ছবি : রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২১ নভেম্বর : রাজ্যে পা না রেখেই একুশের নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্দরমহলে শীতের ঠান্ডার রেশ ছড়িয়ে দিয়েছেন মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। অন্তত তৃণমূলের তৎপরতা দেখে তথ্যাভিজ্ঞ মহল এরকমই মনে করছেন। একুশের নির্বাচনে গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোট নিশ্চিত করতে গঙ্গারামপুর ব্লক ও টাউন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে শনিবার এক কর্মীসভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মোজাম্মেল হক, কার্যকরী সভাপতি তাজিমুল হক, জেলা তৃণমূল সমন্বয়ক সুভাষ চাকি, ললিতা টিগ্গা, ব্লক তৃণমূল সভাপতি মৃণাল সরকার, শহর তৃণমূল সভাপতি অশোক বর্ধন সহ আরও অনেকে।

এই সভায় এদিন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটিও ঘোষণা করা হয়। সভায় বক্তাদের প্রত্যেকেই মিম নিয়ে বক্তব্য রাখেন। একুশের ভোটে মিমের সংশ্রবে না আসার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়।

তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মোজাম্মেল হক বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দলের সংখ্যালঘু সেলকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটিও ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বিহার নির্বাচনে মিম, অবিজেপি দলগুলির ভোট কেটে বিজেপির পথ অনেকটা মসৃণ করে দিয়েছে। বিহার নির্বাচনের মতো পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যাতে মিম কোনও ফায়দা লুটতে না পারে, তার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনদের নিয়েই এই বিশেষ কর্মীসভার আয়োজন করা হয়েছে।

জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের কার্যনির্বাহী সভাপতি তাজিমুল হক জানান, আগামী বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে মিম কোনওভাবে যাতে ধর্মীয় উসকানি দিয়ে তৃণমূলের কোনও ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্য তৃণমূল নেতৃত্ব সচেতন রয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন যাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মিমের প্রলোভনে পা না দেন, তার জন্যই এদিনের এই কর্মীসভার আয়োজন।

গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মৃণাল সরকার জানান, বিহার নির্বাচনের পর আসাদউদ্দিন ওয়াইসি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সুবিধে করতে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করতে পারেন। তাঁদের সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করতে আগেভাগেই আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে সচেতন করতে চাইছি।

শরিকরাই মাথাব্যথা সিপিএমের

প্রথম পাতার পর

ভাবুন তো, আপনি বছরভর মাঠে নেমে জমি তৈরি করে ফসল ফলালেন তারপর অন্য কেউ এসে সেই ফসল কেটে নিয়ে গেল, কেমন লাগবে? শুধু নিজেদের অবস্থান জানান দেওয়াই নয়, রাজ্যে বামফ্রন্টকে জিইয়ে রাখার গুরুদায়িত্বও এখন বঙ্গ সিপিএমের কাঁধে। তাই এখনও ঘুরে দাঁড়াতে 'অক্ষম' শরিকদের কথায় কান দিলে আম, ছালা দুটোই হারানোর ভয় থাকছে।

বাম সরকারের কৃষিমন্ত্রী হয়েও কথায় কথায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করতেন কমল গুহ। কিছুদিন পরপর সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বামফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকিও দিতেন ফরওয়ার্ড ব্লকের তৎকালীন বাংলা কমিটির চেয়ারম্যান। একবার তিনি রাজ্য সরকারকে গর্ভবতী হস্তিনী বলায় তুলকালাম শুরু হয়েছিল ফ্রন্টের অন্দরে। মন্ত্রী থাকাকালীন প্রকাশ্য সভায় অনেকবারই বড় শরিক সিপিএমের কড়া সমালোচনা করেছেন আরএসপি'র ক্ষিতি গোস্বামীও। তা সত্ত্বেও শরিক দলকে ঘাঁটানোর সাহস পাননি তৎকালীন সিপিএম নেতারা। কারণ তখনও একক ক্ষমতায় রাজ্যের বহু আসনে জিতে আসার মতো জনসমর্থন ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি বা সিপিআইয়ের। গদি হারানোর পর পরিস্থিতি বদলেছে। সিপিএম পারলেও একক ক্ষমতায় এখন পর্যন্ত একটিও বড় সভা করার সাহস দেখায়নি অন্য শরিকরা। কিছুদিন আগে পর্যন্তও কমল গুহর জন্মভিটে দিনহাটা শহরে নতুন পার্টি অফিস খুলতে পারেননি দলের নেতারা। উদ্বাস্তুর মতো ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে পার্টির যে গুটিকয়েক সমর্থক রয়েছেন তাঁদের। হারানো জমি ফিরে পেতে উত্তরবঙ্গজুড়ে অবশ্য আন্দোলনের কথা বলেছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। যদিও সেরকম কোনও আন্দোলন এখনও কারও চোখে পড়েনি। বালুরঘাট ও আলিপুরদুয়ার ছিল আরএসপি'র অন্যতম ঘাঁটি। ওই দুই জেলায় সহজে তাদের কথা অমান্য করার সাহস দেখাত না বড় শরিকরা। এখন সেখানেও নামেই বামফ্রন্টের কর্মসূচি। আসলে সিপিএমের ঝান্ডার মাঝে নিজেদের দু'চারটি ঝান্ডা তুলে অস্তিত্বের জানান দিতে হয় আরএসপিকেও। সিপিআইয়ের অবস্থা আরও খারাপ। কিছুদিন আগে দলের দীর্ঘদিনের রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য ও প্রবীণ নেতা পল্লব চৌধুরী মারা গিয়েছেন। তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানোর মতো উপযুক্ত দলীয় সমর্থকও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পরিস্থিতি যা বলছে তাতে ২০২১-এর নির্বাচনে লিখিত বা অলিখিতভাবে বাম-কংগ্রেস জোট হচ্ছে। কংগ্রেস হাইকমান্ড ও সিপিএম পলিটব্যুরো দুই পক্ষই জোটে সায় দিয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট নিয়ে চরম জলঘোলা হয়েছিল। আসন রফা নিয়ে কোন্দলের জেরে অনেক জায়গাতেই একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছিল। ফলে সমর্থকরাও ভরসা হারান। জোট হলে সেই ফর্মুলায় সিপিএমের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাম শরিককেও কংগ্রেসের জন্য আসন ছাড়তে হবে। শরিকদের অনেকেই তাই এখন রাজ্যে বৃহত্তর বামফ্রন্টের পক্ষে সওয়াল করতে শুরু করেছে। বিহার ভোটের পর সেই দাবি আরও জোরালো হয়েছে। সিপিএম অবশ্য ফ্রন্টের বাইরে থাকা অন্য বাম দলগুলি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোন ছুঁতমার্গ করেনি। বাম-কংগ্রেসের জোটের সঙ্গে বামফ্রন্টের বাইরে থাকা অন্য বাম দলগুলি মিলে লড়াই করলে তাতে তাঁদের যে আপত্তি নেই সেকথাও বিভিন্ন সভায় বুঝিয়ে দিয়েছেন আলিমুদ্দিনের নেতারা। তবে ফ্রন্টের বাইরে থাকা বাম দলগুলি নিজেদের স্টাইলেই এতদিন নির্বাচনে লড়াই করেছে। তারা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে জোটে কতটা আগ্রহী হবে সেই প্রশ্নও অবশ্য থাকছে।

এমনিতে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় ফেরার আশা করছেন না অতি বড় বাম সমর্থকও। তাঁদের কাছে প্রশ্নটা অস্তিত্বরক্ষার, পায়ের তলায় জমি পাওয়ার।

আবহাওয়া

রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	২৮.০	১৫.০
শিলিগুড়ি	২৮.০	১৪.০
জলপাইগুড়ি	২৮.০	১৪.০
কোচবিহার	২৮.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	২৮.০	১৫.০
মালদা	২৯.০	১২.০
রায়গঞ্জ	২৮.০	১২.০
গ্যাংটক	১৯.০	৬.০

বিন্দু বিসর্গ

দল বদল করতে বলছে। কত হাঁকব?

সংক্রামিত ৩৪৩

উত্তরে করোনায় তিনজনের মৃত্যু

নিউজ ব্যুরো

২১ নভেম্বর : গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গে করোনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ও ৩৪৩ জন সংক্রামিত হয়েছেন। শিলিগুড়িতেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে ও জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এদিন মাটিগাড়ার একটি কোভিড হাসপাতালে রবিনকুমার গাজমেঢ় (৬৩) নামে এক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। তাঁর বাড়ি চম্পাসারি। অন্যদিকে, কাওয়াখালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভক্তিনগরের বাসিন্দা রামচন্দ্র জয়সওয়াল (৬৮) নামে এক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। এছাড়া রামচন্দ্র সরকার (৮০) নামে ধূপগুড়ির সৎসঙ্গপাড়ার এক বাসিন্দা মারা গিয়েছেন। গত ১৮ নভেম্বর তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। সেই থেকে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এদিন কোচবিহার জেলায় ৪৮ জন, আলিপুরদুয়ারে ২২ জন, দার্জিলিংয়ে ৯৬ জন, জলপাইগুড়িতে ১০৩ জন, কালিম্পংয়ে ১১ জন, মালদায় ৩৯ জন ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৪ জন সংক্রামিত হয়েছেন।

দার্জিলিং জেলায় এদিন ৯৬ জন সংক্রামিত হয়েছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় এদিন ৭৩ জন সংক্রামিত হয়েছেন। তার মধ্যে দার্জিলিং জেলার অধীনে থাকা ৩৩টি ওয়ার্ডে ৪৯ জন এবং জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে থাকা ওয়ার্ডে ২৪ জন সংক্রামিত হয়েছেন। এছাড়া মাটিগাড়ায় ২৬ জন, নকশালবাড়িতে সাতজন, ফাঁসিদেওয়ায় দুজন, খড়িবাড়িতে তিনজন, দার্জিলিং পুরসভা এলাকায় একজন, কার্সিয়াংয়ে দুজন, সুকনায় চারজন, মিরিকে একজন, পুলবাজারে দুজন, সুখিয়াপোখরি এবং তাগদায় একজন করে সংক্রামিত হয়েছেন। এদিন ১০৯ জন করোনামুক্ত হয়েছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি জেলায় ১০৩ জন সংক্রামিত হয়েছেন। সংক্রামিতদের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহর এলাকায় ১২ জন রয়েছেন। সংক্রামিতরা শহরের ৪, ৭, ১৩, ১৪, ১৯ এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। কালিম্পংয়ে এদিন ১১ জন সংক্রামিত হয়েছেন।

শনিবার কোচবিহার জেলায় নতুন করে ৪৮ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। আগে সংক্রামিত ৫১ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংক্রামিতদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমায় ৯ জন, দিনহাটায় ১৫ জন, মাথাভাঙ্গায় ১০ জন, তুফানগঞ্জে ৩ জন ও মেখলিগঞ্জে ১১ জন রয়েছেন। এই নিয়ে জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯,৩৩১। তার মধ্যে ৮,৯৫০ জন সুস্থ হয়েছেন। জেলায় ৫৭ জন মারা গিয়েছেন। বর্তমানে জেলায় ৩২৪ জন সক্রিয় রোগী রয়েছেন। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলায় নতুন করে ২২ জন করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন। এদিন নতুন করে ৩৪ জন সুস্থ হয়েছেন। জেলায় এখনও পর্যন্ত ৭,০২২ জন সংক্রামিত হয়েছেন। ৬,৮৩২ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে জেলায় ৯৮ জন সক্রিয় রোগী আছেন। জেলায় এখনও পর্যন্ত ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে।

কংগ্রেসকে বার্তা

প্রথম পাতার পর

সিপিআই মুখপত্রের মতে, 'সাংগঠনিক দিক থেকে তো বটেই, আদর্শগত কারণেও কংগ্রেস সংকটে ভুগছে।' সিপিআইয়ের রাজ্যসভার সাংসদ বিনয় বিশ্বম নিউ এজের সম্পাদক। দেশের সবথেকে পুরোনো কমিউনিস্ট দলের সাফ কথা, পরিবারের মধ্যে থেকে কিংবা বাইরে থেকে কাউকে সরিয়ে দিলেই সংকট মিটবে না। কংগ্রেস তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দলিত, সংখ্যালঘু এবং গরিবরাও কংগ্রেসের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না। নয়া উদারীকরণ নীতির পিছনে হাঁটতে গিয়ে কংগ্রেস ক্রমশ গান্ধি-নেহরু ঘরানার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। কংগ্রেসকে যদি ঘুরে দাঁড়াতেই হয় তাহলে তাদের উচিত, সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াইয়ে নামা। বিহারের ফল কংগ্রেসকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

সিপিএমের মুখপত্র পিপলস ডেমোক্র্যাসিতেও গত সপ্তাহে প্রায় একই কথা বলা হয়েছিল। সিপিএম মনে করে, কংগ্রেসের ক্ষমতা এবং প্রভাব যতটা সেই অনুযায়ী যেন তারা আসন দাবি করে। তার বেশি আসন যেন তারা দাবি না করে। ৭০টি আসনে কংগ্রেসের লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত যে জোটকে দুর্বল করেছিল সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বিহারের ফল নিয়ে কংগ্রেসকে বিঁধতে গিয়ে বামেদের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাংলার ভোটের দিকে তাকিয়ে এখন থেকেই নিজেদের ত্রুটিগুলি মেরামত করুক কংগ্রেস। ইতিমধ্যে আরএসপি নেতা মনোজ ভট্টাচার্যের বাড়িতে প্রথম দফার বৈঠকে বসেছেন বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেখানে নির্বাচনি সমঝোতা কোন পথে এগোবে তা নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। ওই বৈঠকে সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়েও কথা হয় উভয় শিবিরের মধ্যে। দীপঙ্করবাবু বিহারের ভোটের পর জানিয়েছিলেন, বাংলায় বামদের উচিত, বিজেপিকেই একনম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা এবং বাম-কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে জোট করা। দীপঙ্করবাবুর এই অবস্থানে অবশ্য সিপিএমের যে সায় নেই সেকথা দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই জোট হলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটের পুরোটাই বিজেপির দিকে চলে যাবে।

দখল হটাল পুলিশ

প্রথম পাতার পর

থেকে হস্তান্তর করা হয়নি বলে অভিযোগ। খড়িবাড়ি ব্লক এক্স-সার্ভিসমেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রামাশিস সিংহরায় বলেন, 'এলাকার ২০ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানকে ২০০২ সালে সরকার থেকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে, অথচ জমি হস্তান্তর করা হয়নি। প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে বারবার আবেদন করেও কাজ হচ্ছে না। অথচ সরকারি জমি মাফিয়ারা প্রশাসনের নাকের ডগায় জমি দখল করে প্লট করে বিক্রি করছে।' প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অবসরপ্রাপ্ত সেনারা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শুক্রবার চন্দন প্রধান নামে এক ব্যক্তি ভোগভিটা মৌজার প্রায় ছ'বিঘা জমি টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করেন। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি বাদল সরকার বলেন, 'ওই জমি দখল করার খবর পেয়ে বিষয়টি বিএলআরও-কে জানানো হয়েছে।' খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদার বলেন, 'ওই জমিটি সরকারি ১ নম্বর খতিয়ানভুক্ত। শুক্রবার রাতে সরকারি জমিটি দখলের খবর পেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে খড়িবাড়ি পুলিশকে জানানো হয়েছে। সোমবার দখলদারদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।' শনিবার সকালে খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই জমির বেড়া খুলে জমিটি দখলমুক্ত করে। তবে চন্দন প্রধানের দাবি, তাঁর বাবা সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাবার নামে ওই জমির কাগজ রয়েছে। কিন্তু খড়িবাড়ি বিএলআরও সাফ জানিয়ে দেন, সরকারি তথ্য অনুযায়ী ওটি খাস জমি। শনিবার সকাল থেকে অবশ্য চন্দন প্রধানের দেখা পাওয়া যায়নি। বারবার ফোন করলেও তিনি ফোন তোলেননি। এলাকাবাসীর মধ্যে পিন্টু সরকার, উত্তম মণ্ডল, স্বপন তালুকদার, রঞ্জিত রায় প্রমুখ জানান, বছর দুয়েক আগে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের মদতে অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর জমি প্লট করে বিক্রি করা হয়েছে। এখনও ধাপে ধাপে বিক্রি ও নির্মাণকাজ চলছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকার বলেন, 'খড়িবাড়ি পুলিশ শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই জমিতে দেওয়া সমস্ত টিনের বেড়া খুলে ফেলেছে। জমিতে কাউকে পাওয়া যায়নি।' ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

গুলি দুষ্কৃতীদের

প্রথম পাতার পর

এই বিষয়ে পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে পুলিশ যেভাবে জীবন বাজি রেখে অপরাধীদের চ্যালেঞ্জ করেছে তা প্রশংসাযোগ্য।' উল্লেখ্য, গুঞ্জরিয়া এলাকায় ছিনতাই ও গাড়ি হাইজ্যাক চক্রের সক্রিয়তার একাধিক রেকর্ড রয়েছে। ফলে এই ঘটনার পিছনে ওই চক্রের হাত রয়েছে নাকি অন্য কোনও চক্র রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তদন্তের সময়েই যন্ত্রাংশ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী

সুজাপুরে ফরেন্সিক দল

সুজাপুরে প্লাস্টিক কারখানায় তদন্তের সময় উঠছে ধোঁয়া। ছবি : সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২১ নভেম্বর : সুজাপুরের কারখানায় তদন্ত চালাচ্ছে দুই সদস্যের ফরেন্সিক দল। রয়েছেন জেলা পুলিশের কর্তারাও। ফরেন্সিক দলের সদস্যরা বিস্ফোরণস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করছেন। হঠাৎ একটি যন্ত্রাংশ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে। একসময় ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা এলাকা। তখনই দেখা যায়, ফরেন্সিক দলের এক সদস্য নিজের শরীরের পিপিই কিট খুলে ফেলছেন। দূর থেকে মানুষজনের মধ্যে একই সঙ্গে প্রশ্ন ও কৌতূহল ছড়ায়। আবার কী হল? যদিও পরে জানা যায়, যন্ত্রাংশ থেকে মাটি পরিষ্কারের সময় যে কস্টিক সোডা ব্যবহার করা হচ্ছিল, লোহার সংস্পর্শে এসে তা থেকেই ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে।

এদিকে, শুক্রবার রাত ও শনিবার দুপুরে দু'দফায় ঘটনাস্থলে তদন্ত করেও কোনও বিস্ফোরকের সন্ধান পাননি ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। পুলিশের মতো তাঁরাও জানিয়েছেন, প্লাস্টিক কাটিং মেশিনে কোনও গোলযোগের কারণেই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। ফরেন্সিক দলের মুখ্য আধিকারিক চিত্রাক্ষ সরকার সাংবাদিকদের বলেন, এই কারখানায় কোনও বিস্ফোরক পদার্থ মজুত থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মেশিনটিতে বিদ্যুৎ থেকে কোনও সমস্যা তৈরি হয়। তার জেরে মেশিনে গোলযোগের কারণেই এই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। মেশিনটিতে কী ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হত, তারও নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এদিন তদন্ত চলাকালীন মাঝপথেই মেশিনের ব্লেডের অংশ থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে বিপত্তি ঘটে। বিস্ফোরণের মেশিনে থাকা লোহার ব্লেডটি প্রায় ৩০ মিটার দূরে ছিটকে গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ মতো লোহার ওই ভারী ব্লেডটিকে এদিন ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয়। ব্লেডের মধ্যে মাটি লেগেছিল। সেই মাটি কস্টিক সোডা দিয়ে পরিষ্কার করার সময় ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। কাছাকাছি থাকা এক ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের পিপিই কিটে ধোঁয়া ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিট খুলে ফেলেন। চিত্রাক্ষবাবু বলেন, কস্টিক সোডা লোহার সংস্পর্শে আসলেই ধোঁয়া বেরোনোর সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কস্টিক সোডা দিয়ে মাটি পরিষ্কার করার সময় লোহার সংস্পর্শে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সুজাপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে থাকা এই প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। মৃত্যু হয় ছয়জনের। তার মধ্যে কারখানার এক মালিকও রয়েছেন। এরপরেই এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তর্জা। বিজেপির পক্ষ থেকে বোমা তত্ত্ব খাড়া করা হয়। যদিও বিজেপির এই তত্ত্বকে প্রথম থেকেই খারিজ করেছে তৃণমূল। দুর্ঘটনার দিন বিকেলে ঘটনাস্থলে এসে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও বোমার বিস্ফোরক নয়, মেশিনে গোলযোগের জন্যই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। একই কথা বলেন এলাকার বিধায়ক ইশা খান চৌধুরি সহ কংগ্রেসের অন্য বিধায়করাও। এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবিতে অটুট থাকে গেরুয়া শিবির। তবে রাজ্যের তরফে ঘটনার তদন্তভার ফরেন্সিক বিভাগের হাতে দেওয়া হয়। এদিন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের তদন্তের পর জেলা পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় তদন্ত প্রায় শেষের দিকে। খুব শীঘ্রই তদন্তের ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে।

> এই কারখানায় কোনও বিস্ফোরক পদার্থ মজুত থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মেশিনটিতে বিদ্যুৎ থেকে কোনও সমস্যা তৈরি হয়। তার জেরে মেশিনে গোলযোগের কারণেই এই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে।
>
> **-চিত্রাক্ষ সরকার,** *ফরেন্সিক দলের মুখ্য আধিকারিক*

এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, বিজেপি সবকিছুতেই রাজনীতি করতে চাইছে। এখানে বেশ কিছু প্লাস্টিক কারখানা রয়েছে। এলাকার গরিব মানুষ ভিনরাজ্যে না গিয়ে এখানে কাজ করেন। বিজেপি সন্ত্রাসবাদের কথা বলছে, বোমা তৈরির কারখানা বলছে। ফরেন্সিক দল এসেছে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করছেন। তার আগেই বিজেপি বলে দিচ্ছে, এখানে কী হয়েছে। আসলে তারা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আমরাও চাই সঠিক তদন্ত হোক। কারণ, এখানে অনেক কারখানা রয়েছে। সেখানে অনেক গরিব মানুষ কাজ করেন। আগামীদিনে যেন এমন ঘটনা আর না ঘটে। এলাকার মানুষের স্বার্থেই তদন্ত হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। রাজ্য সরকার সেটাই করছে।

মাঠে নামছেন সাংসদরা

প্রথম পাতার পর

জনসংযোগই এখন আমাদের লক্ষ্য।' কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে ৩৪টি মণ্ডল। কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক বলেন, 'সাংসদ হওয়ার পর থেকে প্রত্যেকটি মণ্ডলে আমার যাতায়াত রয়েছে। আবার নতুন করে যাব। তেমন সমস্যা হবে বলে মনে করি না। রাতদিন পরিশ্রম করে রাজ্যে তৃণমূলের অপশাসন শেষ করাই আমাদের লক্ষ্য।' দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে পাহাড় এবং সমতল মিলিয়ে ৪০টি মণ্ডল। ভৌগোলিক কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি মণ্ডলে যাওয়া যথেষ্টই সমস্যার। তবে দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা দলের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'সারাবছর মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। ফলে প্রত্যেকটি মণ্ডলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যা হবে না।'

বিজেপি সূত্রে খবর, ১৮টির বাইরে থাকা ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে যেতে হবে ১৯-এর নির্বাচনে পরাজিতদের। উত্তরবঙ্গে একমাত্র দক্ষিণ মালদা দখল করতে পারেনি বিজেপি। দক্ষিণ মালদায় রয়েছে ২৮টি মণ্ডল। লোকসভা নির্বাচনে এখানে পরাজিত বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, 'আমি প্রত্যেক দিন ৩-৪টি করে মণ্ডলে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। এদিনই ইংরেজবাজারে তিনটি মণ্ডল ঘুরেছি। বিধানসভাগুলিতে রাতে থাকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এদিকে, শনিবার শিলিগুড়ির খালপাড়ায় ছিল বিজেপির বিধানসভাভিত্তিক বিস্তারকদের চয়ন এবং প্রশিক্ষক শিবির। বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে সংগঠনকে মজবুত করার ক্ষেত্রে কী কী করতে হবে, সেই সম্পর্কে পাঠ দেন অরবিন্দ মেনন এবং কিশোর বর্মন। তবে কাকে কোন বিধানসভায় পোস্টিং করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। ২৫ নভেম্বর কলকাতায় কেন্দ্র এবং রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ওইদিনই প্রত্যেকে নিজের গন্তব্যস্থলে রওনা দেবেন এবং তারপর থেকেই শুরু করে দেবেন গোপনে সাংগঠনিক কাজে নজরদারি এবং ভোটারদের মানসিকতা বোঝার কাজ।

উত্তরে ট্রেন

প্রথম পাতার পর

কারণ পিছিয়ে পড়া এই এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িত রয়েছে লোকাল ট্রেন। এনএফ রেলে করোনা পর্বের আগে প্রতিদিন ৮৭ জোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলত। এর পাশাপাশি ৬১ জোড়া ডিইএমইউ ট্রেন চলত। যাত্রীসংখ্যা ছিল প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষ ৪৪ হাজার। গড়ে প্রতিদিন টিকিট বিক্রি হত প্রায় ১ কোটি টাকার। সবই এখন বন্ধ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'ট্রেন চলাচলের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাই তারা রাজ্য সরকারের ওপর দায় চাপাচ্ছে।' রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে বিশদে খোঁজ নেব। তারপরে এই বিষয়ে যা বলার বলব।' রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'ট্রেন চললে মানুষ উপকৃত হবে। ট্রেন তো আর রাজ্য সরকার চালাবে না। এটা রেলেরই দায়। রাজ্য সরকার যতটুকু সাহায্য করার করবে।' আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা বলেন, 'যখন লকডাউনে শ্রমিকদের আনার জন্য ট্রেনের দরকার ছিল তখন রাস্তায় নেমে তা এনেছি। এবারও প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানো নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে। তারপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চোখ খুলবে।' তাঁর অভিযোগ, 'উত্তরবঙ্গ শাসকদলের হাতে নেই। তাই এলাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী এখন ভাবছেন না।' জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, 'রেল কীভাবে ট্রেন চালাবে। তার জন্য তো রাজ্যের অনুমতি লাগব